যৌন নিপীড়নের জন্য নিপীড়নকারী ও তার সহযোগীরাই দায়ী, নিপীড়িত নয়

২০১৭-এর শেষ পাদে '#MeToo', মানে 'আমিও' আন্দোলন বিশ্ববাসীকে অনেক বড়ো একটা ঝাঁকি দিয়ে গেছে। নারী যে পৃথিবীর সর্বত্রই কম-বেশি যৌন নিপীড়নের শিকার, এ আন্দোলন সেই সত্যটাকে আরেকবার সামনে নিয়ে আসে। আফ্রিকান-আমেরিকান নাগরিক অধিকার কর্মী তারানা বুর্কি কর্তৃক সূচিত 'মি টু' বাক্যাংশটি আমেরিকান অভিনেত্রী অ্যালিসা মিলানো কর্তৃক টুইটারে ব্যবহারের মাধ্যমে এ আন্দোলন ব্যাপ্তি পায়।

১০ অক্টোবর চলচ্চিত্র প্রযোজক ও মিরাম্যাক্স বিনোদন কোম্পানির সহপ্রতিষ্ঠাতা হার্ভি ওয়েনস্টেইনের বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক টাইমসে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠার পাঁচদিন পর ১৬ অক্টোবর অ্যালিসা টুইটারে লিখেন : "আপনি যদি যৌন হয়রানি অথবা আক্রমণের শিকার হয়ে থাকেন, তাহলে এ টুইটের প্রত্যুত্তরে 'মি টু' লিখুন।" একদিনের ব্যবধানে পোস্টটি পৃথিবীব্যাপী ভাইরাল হয়ে পড়ে। 'মি টু' হয়ে ওঠে প্রতিবাদের নতুন এক ভাষা। অ্যালিসার অভিপ্রায় ছিল যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি সমস্যার প্রকটতা সম্পর্কে মানুষকে ধারণা দেওয়া। সে ধারণা পৃথিবীব্যাপী ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত জনগণ পেয়েছে। এ আন্দোলনের কারণে নির্যাতকদের অনেকে চাকুরি খুইয়েছেন, বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন এবং নিজেদের উঁচু অবস্থানকে চোখের সামনে চুরমার হয়ে যেতে দেখেছেন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান একটা সংকল্প দানা বেঁধেছে। পাশাপাশি এই সত্যটিও প্রতিভাত হয়েছে যে, নির্যাতনকারী যেই হোক তার ক্ষমা নেই এবং যৌন নির্যাতনের সম্পূর্ণ দায় হলো নিপীড়কের, নিপীড়নের শিকার যে ব্যক্তি তার নয়।

'মি টু' আন্দোলনের হাওয়া বাংলাদেশে সেভাবে লাগে নি, কারণ এ দেশের সিংহভাগ নারী এখনো সাইবার সিটিজেন নয়। কিন্তু যৌন নিপীড়নের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা দেশে কত ভয়াবহ মাত্রায় সংঘটিত হয়ে চলেছে তা বুঝতে আমাদের বৈশ্বিক বা দৈশিক কোনো জরিপতথ্যের ওপরেই নির্ভর করতে হয় না। প্রতিদিনকার সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বুলালেই তা স্পষ্ট হয়। আশঙ্কাজনক সংবাদ হলো, দিন দিনই এই প্রবণতা বাড়ছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বরাত দিয়ে বিবিসি জানাচ্ছে '২০১৭ সালে প্রথম ১০ মাসে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ৭৩৭টি। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪৫৩টি।' হিসাবটি শুধু সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত খবরের ওপরে ভিত্তি করে তৈরি।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা ও রক্ষণশীলতার কারণে বাংলাদেশে যৌন নিপীড়নের যত ঘটনা ঘটে, তার সবটা প্রকাশিত হয় না। এ দেশে এখনো নিপীড়নের শিকার নারী এবং তার গায়ের পোশাক, চলাফেরা, কাজ ইত্যাদিকে নিপীড়নের জন্য দায়ী করা হয়। নিপীড়নের শিকার ও তার পরিবারের ওপর নেমে আসে সামাজিক নিষেধাজ্ঞা, হুমকি-ধামকি, নির্যাতন। এসব আচরণের মাধ্যমে নারীর প্রতি নিপীড়নকে প্রকারান্তরে বৈধতাই দেওয়া হয়, যা আরেকটি নিপীড়নকে ইন্ধন জোগায়। অথচ সুস্থ বুদ্ধির মানুষমাত্রই জানেন, যৌন নিপীড়নের জন্য নিপীড়নকারী ও তার সহযোগীরাই দায়ী, নিপীড়িত বা তার পোশাকআশাক বা স্বাধীন চলাফেরা নয়।

নারী রাষ্ট্রের সমান নাগরিক। বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ নারীকে সকল কিছুতে অংশগ্রহণ ও রাষ্ট্রীয় সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করার সমান অধিকার দিয়েছে। কিন্তু আমরা এখনো নারীর সমঅংশগ্রহণ ও অধিকার ভোগের পরিবেশ তৈরি করতে পারি নি, যে কারণে তাকে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের নিপীড়ন, তথা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হতে হচ্ছে।

আমাদের বস্তুগত উন্নয়ন দরকার; কিন্তু মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ তৈরির জন্য সকল পর্যায়ের মানুষের মনমানসিকতার উন্নয়ন দরকার তার চাইতেও বেশি। মানসিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে মানুষের মনোগঠনে পরিবর্তন আসবে না, নারী নিপীড়নের সংকটও ঘুচবে না। কিন্তু সে লক্ষ্যে কি আমরা পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করছি? এ ক্ষেত্রে আমরা যত বেশি বিলম্ব করব, সংকট ততই ঘনীভূত হবে বলে আশঙ্কা হয়।